C10T Global Politics
4th Semesters (H) → Kamal Sarkar

Unit - I - 2. World Bank.

Questions - বিশ্বব্যাপী নীতি গ্রহণে (Actions) হিসেবে World Bank এর ভূমিকা

World Bank - প্রতিষ্ঠাতা? Harry Dexter White and John Maynard Keynes

44 - 1944 - Bretton Woods, New Hampshire.

Board of Gov - 22 Stimulus

Bretton Woods ~~Twices~~ Twins / Sisters Institution নামে পরিচিত

⇒ বিশ্ব ব্যাংক হল আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যে ঋণ প্রদান করে - অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া দেশগুলির ~~বিভিন্ন~~ বিভিন্ন প্রকল্প সুনির্দিষ্ট পরিচালিত করার জন্য। Capital Project এর জন্য Loan দেন Poor country গুলিকে। একে Development Bank বলা হয়।

Exam - প্রশ্নের উত্তর লেখার - 450 - 500 শব্দের মধ্যে লিখতে হবে ... 8 - 10 টি পয়েন্ট লিখবে।

দুটি bodies নিয়ে WB গঠিত -

① The International Banks for Reconstruction and Develop-ment (IBRD). যাকে আমরা WB হিসাবেই প্রথম অভিহিত করা হত।

② The International Development Association (IDA) added in 1960.

⇒ প্রথমে WB Loan দিয়েছিল France কে। বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তার পুনর্নির্মাণ করার জন্য। কিন্তু পরবর্তীকালে WB কেবল মাত্র Poor county গুলিকেই Loan দিয়েছে। অর্থাৎ WB প্রথম দুটি উদ্দেশ্য এর দেশগুলিকে সাহায্য ... উন্নয়নশীল দেশগুলির উন্নয়নের জন্য ঋণ প্রদান করে থাকে।

Moto - দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য কাজ করা / Formation - July 1944, Head - Washington DC.

Membership - 189 countries (IBRD)
173 countries (IDA)

লক্ষ্য = দারিদ্র্য দূর করা। (Reduction of ~~Property~~ / Poverties)
= 2030 সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যকে 3 percent এ নিয়ে আসার লক্ষ্য নির্ধারণ।
= গরীব দেশগুলির মানুষের আয় 40% বৃদ্ধি করা।

(WB Group) = Sustainable Development / reduction poverty, Increasing shared (সমতা) prosperity ~~prosperity~~.

Umbrella Institution = এই Group টি সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, civil society, regional development bank - সহ International বিভিন্ন issue - climate change, conflict, food security to education, কৃষিক্ষেত্র ও Finance এর কাজ করে।

5 টি প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত।

IBRD → IDA → IFC → MIGA → ICSID = WB Group. (2)

(1956 — written above IFC)

* IBRD → middle-income-দের Loan দিয়ে থাকে [illegible] /
provides financing - policy advice, technical assistant to Govt of Poor Country

* IFC, MIGA, and ICSID — private sector কে Development করতে [illegible] / [illegible] — provides financing, technical assistance, Political risk insurance, settlement of disputes to private enterprises.

* IDA — শূন্য সুদে বা কম সুদে Loan দেয় — Infrastructure development, education, healthcare, ~~attets~~ access to clean water, sanitation facilities, and environmental responsibility.
0% or Low Interest এ concessional (ঋণ) terms a 30 to 38 years.
বিশ্বের 75/ [illegible] Loan [illegible] 39% Africa [illegible] /

* IFC — International Finance corporation — (1956) 184 countries)
[illegible] less Development [illegible] / Poverty reduction and promoting development.

* MIGA = Multilateral ~~IV~~ Investment Guarantee agency
Political risk insurance and credit enhancement (ঋণ বৃদ্ধি)
1988 — 181 counties. [illegible] উপর রাজনৈতিক RISK এবং ~~[illegible]~~ [illegible] /
= Promote FDI, to ~~Deve~~ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ~~[illegible]~~ অর্থনৈতিক [illegible] and [illegible] / [illegible] MIGA [illegible] Insurance দেয় /

* International Centre for Settlement of Investment Disputs (ICSID) / 1966 - 154 countries — Legal Dispute resolution and conciliation (মীমাংসা) between international investors. এবং State-investor dispute settlement এ [illegible] / [illegible] investment এর to flow [illegible] / [illegible] Dispute [illegible] মীমাংসা [illegible] /

* WB and India:-
[illegible] 1945 — IBRD, IFC - 1956, IDA 1960, ~~MIGA 1994~~,
I CSID — এ [illegible] India নয় — India [illegible]
ICSID এর [illegible] form নয় [illegible] rule [illegible] /
(MIGA-তে 1994 [illegible])
IBRD — 1949 Indian Railway, IFC - 1959, IDA - 1961 (highway construction)
IDA এর [illegible] recipit [illegible] (1960-1970) one three parse

১০.১২ পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক বা বিশ্বব্যাঙ্ক
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে বিশ্বজুড়ে যে ব্যাপক অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়, তা মোকাবিলার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা ১৯৪৪ সালের ২২ জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রেটন উডস্-এ এক সম্মেলনে মিলিত হন। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৪৬ সালে পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক বা বিশ্বব্যাংক (International Bank for Reconstruction and Development or World Bank) গঠিত হয়। পরে ১৯৪৭ সালের ১৫ই নভেম্বর এই সংস্থাটিকে জাতিপুঞ্জের একটি বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক সংস্থায় পরিণত করা হয়।

উদ্দেশ্য : আই বি আর ডি বা বিশ্বব্যাংক-এর চুক্তিপত্রের ১নং ধারায় এই সংস্থার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। যথা—

(ক) পুঁজি বিনিয়োগে সাহায্য করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির পুনর্গঠন ও উন্নয়নে সাহায্য করা।

(খ) বিনিয়োগযোগ্য পুঁজি যোগান দিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলির উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

(গ) বিদেশি ব্যক্তিগত পুঁজির বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান করা এবং অন্যান্য বেসরকারি বা ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের উৎসাহ দান করা।

(ঘ) যুক্তিসংগত শর্তে বেসরকারি পুঁজি পাওয়া না গেলে সরাসরি এই সংস্থা থেকে উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ঋণ দেবার ব্যবস্থা করা।

(ঙ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দীর্ঘমেয়াদি ভারসাম্যবিশিষ্ট অগ্রগতির প্রসার ঘটানো ; সদস্যরাষ্ট্রগুলির উৎপাদিকা শক্তির বিকাশে আন্তর্জাতিক লগ্নীতে উৎসাহ দানের জন্য লেনদেন ভারসাম্যের অবস্থা বজায় রাখা।

(চ) যুদ্ধকালীন অর্থনীতি থেকে শান্তিকালীন অর্থনীতিতে রূপান্তরে সহায়তা করা।

(ছ) সদস্যরাষ্ট্রগুলিতে উৎপাদন বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি বিধানে সাহায্য করা।

গঠন : আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সদস্যগণই বিশ্ববাংকের সদস্য। ১৯৪৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর যেসব দেশ আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সদস্য ছিল, বিশ্বব্যাংকের তারা হল প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। অর্থভাণ্ডার থেকে যদি কোনো সদস্য পদত্যাগ করে অথবা এই সংস্থার নিয়মকানুন ভঙ্গ করে, তাহলে তার বিশ্বব্যাংকের সদস্যপদ বাতিল হয়ে যায়। বর্তমানে বিশ্বব্যাংকের সদস্যসংখ্যা ১৮৯।

বিশ্বব্যাঙ্কের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হল **পরিচালক পর্ষদ** (Board of Governors)। বিশ্বব্যাংকের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদনের দায়িত্ব এই পর্ষদের ওপর ন্যস্ত থাকে। প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্র থেকে একজন করে পরিচালক এবং একজন বিকল্প পরিচালক নিয়ে এই পরিচালক পর্ষদ গঠিত হয়। পরিচলক পর্ষদ সাধারণত প্রতিটি সদস্যরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী বা সমপর্যায়ভুক্ত জাতীয় কর্তৃত্বকে নিয়ে গঠিত হয়। এই পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হয় বছরে মাত্র একবার।

বিশ্বব্যাংকের একটি ২২জন সদস্যবিশিষ্ট **'কার্যনির্বাহী পরিচালকমণ্ডলী'** (Excecutive Directors) আছে। পরিচালক পর্ষদের অধিকাংশ কাজকর্ম এই পরিচালকমণ্ডলীই সম্পাদন করে থাকে। পরিচালকমণ্ডলীর ২২ জন সদস্যের মধ্যে ৫জন নিযুক্ত হন সর্ববৃহৎ দাতা দেশগুলি থেকে। এই ৫টি দেশ হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও জাপান। বাকি ১৭জন নিযুক্ত হন সদস্য দেশগুলির মধ্য থেকে। এই সমস্ত সদস্যের কার্যকালের মেয়াদ ২ বছর।

বিশ্বব্যাংকের একজন **সভাপতি** (President) আছেন। তিনি কার্যনির্বাহী পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক ৫ বছরের জন্য নিযুক্ত হন। এই সভাপতিই হলেন বিশ্বব্যাংকের সর্বোচ্চ পদাধিকারী।

কার্যাবলি ও ভূমিকা : বিশ্বব্যাংক মুখ্যত একটি ঋণদানমূলক সংস্থা। কেবল উৎপাদন খাতেই বিশ্বব্যাংক ঋণ দিয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ রেলপথ নির্মাণ, বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপন, যাত্রী পরিবহণের জন্য বিমান ও রেল ইঞ্জিন ক্রয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণ প্রদান করে থাকে। তবে অনেকসময় পুনর্গঠন ও উন্নয়নমূলক কাজেও ব্যাঙ্ক অনগ্রসর ও উন্নয়নশীল দেশগুলিকে ঋণ দিয়ে থাকে। অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পানীয় জল সরবরাহ, যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি প্রভৃতি ক্ষেত্রেও ব্যাংক বিপুল পরিমাণ ঋণ দিয়ে থাকে।

ঋণদান ছাড়াও বিশ্বব্যাংক আরও কিছু কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। যেমন, বিশ্বব্যাংক কারিগরি ক্ষেত্রে সমস্যা ও নৈপুণ্যহীনতা দূর করার জন্যই কারিগরি সাহায্য দান কর্মসূচি গ্রহণ করে। ব্যাংক কোনো দেশে কারিগরি সাহায্য প্রদানের পূর্বে সেই দেশে সমীক্ষক দল পাঠাতে পারে। এই সমীক্ষক দল সমস্যাগুলি পর্যালোচনার পর প্রকল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে সুপারিশ করে। সাহায্যগ্রহণকারী দেশকে কর্মসূচি গ্রহণে সাহায্য করার জন্য বিশ্বব্যাংক বিশেষজ্ঞ দল পাঠাতে পারে। এ ছাড়া বিশ্বব্যাংক কখনও কখনও স্বল্পোন্নত দেশের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। এটি করে ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট (Economic Development Institute)-এর সহায়তায়। বিশ্বব্যাংক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভারসাম্যমূলক বিকল্পের ব্যাপারে দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

১৯৯৫ সালের বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সারা বিশ্বে প্রতিদিন ৭৫০ মিলিয়ন মানুষ ক্ষুধার্ত অবস্থায় দিন কাটায়। দারিদ্র এখনও বিশ্বের উন্নয়নের পথে কাঁটা। ২৫ বছর আগে উন্নয়নশীল দেশগুলি যেসব সমস্যার জালে জড়িয়ে ঘুরপাক খেত, আজও তার বড়ো একটা হেরফের হয়নি। তাই বিশ্বব্যাংক 'গণমুখী নীতি' (People Centered Policy)-র ওপর গুরুত্ব আরোপ করছে। শিশু ও নারী কল্যাণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনার ওপর জোর দেবার কথা বলেছে বিশ্বব্যাঙ্ক। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠার জন্য খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বিশ্বব্যাংক যথেষ্ট ঋণ দিতে রাজি। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ কৃষির সঙ্গে জড়িত। কৃষিকার্যকে আরও বিজ্ঞানভিত্তিক করার জন্যও বিশ্বব্যাঙ্ক উৎসাহ দেখিয়েছে। বিশ্বব্যাংকের এই গণমুখী পরিকল্পনার নাম দেওয়া হয়েছে "The World Bank's Strategy for Reducing Poverty and Hunger." (1995)।

১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে বিশ্বব্যাঙ্কের উদ্যোগে একটি আন্তর্জাতিক ফিনান্স কর্পোরেশন (International Finance Corporation) গঠন করা হয়েছে। এই সংস্থার কাজ হল বিশ্বব্যাংকের সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত ব্যক্তিগত উদ্যোগগুলিকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা।

বিশ্বব্যাংক অনেক সময় আবার সদস্যরাষ্ট্রগুলির মধ্যেকার অর্থনৈতিক বিরোধ মীমাংসার কাজও করে, যাতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলি নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরও বেশি মনোনিবেশ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ সুয়েজ ক্যানেলকে কেন্দ্র করে ব্রিটেন ও ইজিপ্টের মধ্যে অর্থনৈতিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে বিশ্বব্যাংক প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে।

মূল্যায়ন : বিশ্বব্যাংকের মূলধনের উৎস হল সদস্যরাষ্ট্রগুলির দেয় অর্থ। সদস্যরাষ্ট্রগুলির মধ্যে ধনী দেশগুলিই বিশ্বব্যাংকের পুঁজির সিংহভাগ যোগান দেয়। স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বব্যাংকে ধনী দেশগুলির প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশি। আবেদনকারী দেশগুলির মধ্যে কোন্ কোন্ দেশকে ঋণ দেওয়া হবে, কোন্ দেশকে কত ঋণ দেওয়া হবে, তা নির্ধারণ করে ধনী দেশগুলি। এরা ঋণের শর্তাদিও নির্ধারণ করে। ঋণ দানের ক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ওপর অসম শর্ত আরোপ করা হয়। সমালোচকদের মতে, তৃতীয় বিশ্বের প্রকৃত অর্থনৈতিক উন্নয়ন, তাদের অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন এবং স্বাধীন জাতীয় অর্থনৈতিক বিকাশে সাহায্যদান বিশ্বব্যাংকের প্রকৃত লক্ষ্য নয়। প্রকৃত লক্ষ্য হল এইসব দেশকে পরনির্ভর করে রাখা এবং একই সঙ্গে শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির প্রাধান্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করা।

দ্বিতীয়ত, সমালোচকদের মতে, বিশ্বব্যাংক হল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির একটি বড়ো হাতিয়ার। ওই সব দেশের উদ্বৃত্ত পুঁজির রপ্তানি করা এবং উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় ও কাঁচামাল আমদানির স্বার্থে

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

বিশ্বব্যাংকে ব্যবহার করা হয়। এই বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে উন্নত দেশগুলির বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের বোঝা তৃতীয় বিশ্বের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয়ত, বিশ্বব্যাংক সদস্যরাষ্ট্রগুলিকে বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশগুলিকে যা ঋণ দেয় তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। সেজন্য স্বল্পোন্নত দেশগুলি বিশ্বব্যাঙ্কের বাৎসরিক সভায় পুঁজি বাড়ানোর জন্য দীর্ঘদিন ধরে চাপ দিচ্ছে, যাতে বিশ্বব্যাংকের পর্যাপ্ত পরিমাণে ঋণ দেবার ক্ষমতা জন্মায়।

চতুর্থত, বিশ্ববাংকের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগও শোনা যায়। বলা হয় বিশ্বব্যাঙ্ক এশিয়া ও আফ্রিকার গরিব দেশগুলির প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ করে। একই সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে। ইউরোপীয় দেশগুলির তুলনায় আফ্রো-এশিয়ার গরিব দেশগুলির লোকসংখ্যা বেশি, সমস্যাও বেশি। অথচ প্রথমোক্ত দেশগুলি শেষোক্তগুলির তুলনায় অনেক বেশি ঋণ পায়।

পঞ্চমত, বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণের সুদের হার বেশি। তাই অনেকসময় দেখা যায় ঋণের সুদ মেটাতে গিয়ে তৃতীয় বিশ্বের গ্রহীতা দেশগুলি সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন তো দূরের কথা।

ষষ্ঠত, দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলি বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছে তাই নয়, ঋণের সঙ্গে জড়িত নানা শর্ত তাদের নিঃস্ব ও অসহায় করে তুলেছে। ঋণের শর্ত হিসাবে পরিষেবামূলক ক্ষেত্র থেকে ভর্তুকি তুলে নিতে হয়েছে। ঋণ-গ্রহীতা প্রতিটি দেশকে কর ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে হয়েছে। গ্যাট চুক্তির ফলে এদের বাজার বিদেশি লগ্নিকারীদের কাছে অবাধ হয়ে পড়েছে। রপ্তানির মাধ্যমে আয়ের পথ বন্ধ হয়েছে। মাথাপিছু আয় দ্রুত কমছে। আশির দশকে মেক্সিকোর নাগরিকদের প্রকৃত হয় ৭৫% কমেছে। শ্রমিকরা ৬০% ন্যূনতম মজুরি পাচ্ছে।

উপরিউক্ত সমালোচনা সত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে বিশ্বব্যাঙ্ক অনেক কাজও করেছে। কৃষি, সেচ, বিদ্যুৎ, শিল্প, পরিবহণ, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাঙ্ক সদস্যরাষ্ট্রগুলিকে যে ঋণ দিয়েছে তার সাহায্যে অনেক উন্নয়নশীল দেশই অর্থনীতির বিকাশ ঘটিয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ খাড়া করা হয়েছিল, সময়ের অগ্রগতিতে সেগুলির অধিকাংশই মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বিশ্বব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে যে পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগ তোলা হত, 'আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংঘ' (International Development Association) প্রতিষ্ঠার পর থেকে তা অনেকখানি অমূলক হয়ে পড়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটি উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সুবিধাজনক শর্তে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ মঞ্জুর করেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যে সুদে ঋণ দিয়ে থাকে, বিশ্বব্যাংকের সুদের হার তার থেকে অনেক কম (মাত্র ৮.২%)। বিশ্বব্যাঙ্ক হয়তো স্বল্পোন্নত দেশের সকল উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিতে অর্থ সাহায্য করতে সমর্থ হয়নি। কিন্তু তাই বলে এটি পুরোপুরি ব্যর্থ বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। পরিশেষে, বলা যায়, বিশ্বব্যাঙ্কের নিকট স্বল্পোন্নত দেশগুলির ঋণদানের আবেদন দিনের দিন বেড়েই চলেছে। এটাই তো বিশ্বব্যাঙ্কের সাফল্যের একটা বড়ো ইঙ্গিত।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner